জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - ফেব্রুয়ারি ২০০৮/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* ভালবাসা দিবসে শিল্পকর্ম নিলামে জাতিসংঘ সমর্থিত বিশ্ব তহবিলের সংগ্রহ ৪০ মিলিয়ন ডলারেরও অধিক
* প্রতিরক্ষা দায়বধ্যতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ মহাসচিবের অভিনন্দন
* নিরাপত্তা খাতের সংস্কার নির্ভর করে দেশসমূহের স্বদিচ্ছা ও সামর্থের ওপর - জাতিসংঘ প্রতিবেদন
* জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্পষ্ট বিশ্ব কৌশল প্রয়োজন - সাধারণ পরিষদের সভাপতি
* তিমুরিয় নেতাকে হত্যার প্রচেষ্টায় নিরাপত্তা পরিষদের গভীর দুঃখ প্রকাশ

ভালবাসা দিবসে শিল্পকর্ম নিলামে জাতিসংঘ সমর্থিত বিশ্ব তহবিলের সংগ্রহ ৪০ মিলিয়ন ডলারেরও অধিক

১৫ ফেব্রুয়ারি - গতকাল ভালবাসা দিবস উপলক্ষে নিউ ইয়র্কে শিল্পকর্মের এক নিলাম অনুষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল এইডস, যক্ষা, ম্যালেরিয়া প্রতিহত করার জন্য জাতিসংঘের বিশ্ব তহবিলকে সহায়তা করা। আফ্রিকা হতে এইচআইভি/এইডসকে প্রতিহত করার জন্য এই নিলামের মাধ্যমে প্রায় ৪০ মিলিয়নেরও বেশি ডলার সংগৃহীত হয়।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই নিলাম ছিল 'রেড ক্যাম্পেইন' এর একটি অংশ, যা বেসরকারি খাতে মানবিক বিষয় সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ ক্রেতা নির্ভর তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা। ২০০৬ সালে বোনো এবং ববি স্রীভার এই নিলামের উদ্বোধন করেন।

গতকালের অনুষ্ঠানে তহবিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিখাইল কাজাস্কিন বলেন, 'এর ফলে বিশ্ব তহবিল সংগ্রহ এবং হাজারো স্বাস্থ্যকর্মী যারা অর্থকে জীবন রক্ষায় পরিণত করে তাদের প্রতি আস্থাবৃদ্ধির উদাহরণ।'

বিশ্ব তহবিল এবং তার সহায়ক অংশীদার - গ্যাপ, হলমার্ক, এ্যাপেল, মোটরোলা, এ্যাম্পেরিও আর্মানি, আমেরিকান এক্সপ্রেস, কনভার্স, মাইক্রোসফ্ট এবং ডেল - সংগৃহীত অর্থ হতে কোন আনুষাঙ্গিক ব্যয় রাখে না, যাতে করে তা সরাসরি আফ্রিকায় এইচআইভি/এইডস কার্যক্রমের তহবিলে বিনিয়োগ করা যায়।

এ পর্যন্ত সংগৃহীত তহবিলের মাধ্যমে প্রায় ৩০ হাজার মানুষকে ভাইরাস সংক্রামননাশক চিকিৎসা এবং এক মিলিয়নেরও বেশি নারী ও শিশুদের পরামর্শ, এইচআইভি পরীক্ষা এবং অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়।

২০০২ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকে বিশ্ব তহবিল ১৩৬ টি দেশে ৫৫০ টি কার্যক্রমের মাধ্যমে এইডস, যক্ষা, ম্যালেরিয়া প্রতিহত করার জন্য ১০ বিলিয়নের বেশি ডলার অনুদান দিয়েছে।

প্রতিরক্ষা দায়বধ্যতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ মহাসচিবের অভিনন্দন

১৪ ফেব্রুয়ারি - জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা দায়বধ্যতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রতিটি দেশ তার জনগণকে গণহত্যা ও প্রধান মানবাধিকারসমুহের লংঘনের হাত থেকে রক্ষা করা এবং দেশসমূহ এই নৈতিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায় এগিয়ে আসবে।

মহাসচিবের স্টাফ প্রধান (Chief of Staff) বিজয় নাম্বিয়ার, জনাব বানের একটি বক্তব্য পাঠ করেন যাতে জনাব বান বলেন, 'এই নতুন উদ্দ্যোগটির মাধ্যমে এটি প্রকাশ পেয়েছে যে বাস্তবতা ও অঙ্গীকারকে কাজে পরিণত করে প্রতিরক্ষা দায়বধ্যতার নীতিকে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায় খুবই সচেষ্ট।'

তিনি আরও বলেন, 'সব জায়গায় সবাই যাতে প্রতিরক্ষা দায়বধ্যতার বিষয়টির সাথে পরিচিত হয়, এর প্রকৃত অর্থ বোঝে এবং এই অধিকারটি উপভোগ করতে পারে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে যারা প্রায়শই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাদেরকে এটা অবগত করতে হবে যে এজন্য সরকারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।'

Ralph Bunche আন্তর্জাতিক বিষয়ক সংস্থার CUNY স্নাতক কেন্দ্রে অবস্থিত এই নতুন কেন্দ্রটি জাতিসংঘের প্রয়াত উপমহাসচিব ও ১৯৫০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত।

মহাসচিব আজকের বিশ্বে (Responsibility to Protect) প্রতিরক্ষা দায়বধ্যতা বা R2P কে 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার এবং একটি গভীর জ্ঞানপূর্ণ নৈতিক করণীয় হিসেবে অভিহিত করেন।'

তিনি বলেন, 'আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি তাহলে আমরা প্রতিরক্ষা দায়বধ্যতার অঙ্গীকারটি পুরণ করতে পারব এবং অবাস্তব বাধ্যবাধকতা থেকে একে একটি সত্য ধারনায় রূপান্তর করতে পারব, কেননা এটি মানবতার সর্বোচ্চ দাবি।'

নিরাপত্তা খাতের সংস্কার নির্ভর করে দেশসমুহের স্বদিচ্ছা ও সামর্থের ওপর - জাতিসংঘ প্রতিবেদন

১৩ ফেব্রুয়ারি - একটি দেশের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ও সংস্থাসমুহের অংগীকার, নেতৃত্ব ও সামর্থ ছাড়া সেই দেশের নিরাপত্তা খাতে সংস্কার সফল হবে না। জাতিসংঘের একটি নতুন প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

'শান্তি অন্বেষণ এবং উন্নয়ন: নিরাপত্তা খাতের সংস্কার তরান্বিত করতে জাতিসংঘের ভূমিকা' শীর্ষক জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয়, জাতিসংঘ অনেক দেশকে নিরাপত্তা খাতের সংস্কার কার্যক্রমে সহায়তা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু সেসব দেশে কার্যকরি ও দায়িত্বশীল নিরাপত্তা সংস্থা স্থাপনের কোন তড়িৎ ব্যবস্থা নেই। এ সংক্রান্ত যেকোন কৌশলের প্রয়োগ অংশিদারী দেশসমুহের স্বদিচ্ছা ও সামর্থের ওপর নির্ভর করে।

এই প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয়, দেশসমুহের মধ্যে কার্যকর ও দায়িত্বশীল নিরাপত্তা কাঠামো স্থাপনের প্রকৃত ইচ্ছা অথবা জাতীয় নিরাপত্তা বিন্যাসের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক সমঝোতা না থাকলে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য অংশিদারদের অবদান খুবই সীমিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব দেশ নিরাপত্তা খাতের সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের জন্য মৌলিক নীতি ও মানদন্ডসমুহ সম্প্রসারণ করে এবং তাদের উদ্দ্যোগসমুহের জন্য দায়িত্বশীল ও টেকসই আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিত করে জাতিসংঘ অবদান রাখতে পারে।

জাতিসংঘ তার করণীয়, বৈধতা ও উপস্থিতির মাধ্যমে দেশগুলোকে সংকট পরবর্তী পরিস্থিতিতে জেনে-শুনে নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে, যা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, টেকসই শান্তি ও গণতান্ত্রিক শাসনের পথপ্রদর্শক হবে।

এই প্রতিবেদন বলা হয়েছে, ইতোমধ্যে জাতিসংঘ তার মধ্যস্থতা, শান্তিরক্ষা, শান্তিবিনির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রভৃতির মাধ্যমে অনেক দেশেকে সাহায্য অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিবেদনটিতে, দেশীয় সামর্থ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপত্তা খাতের সংস্কারে আরও সংগতিপুর্ণ ও সমন্বিত প্রয়োগ নিশ্চিত করে কার্যকরি সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধান স্বত্বাগুলোর পদবী নির্ধারণ এবং উপদেশ প্রদান ও বিশেষায়িত সামর্থের কৌশলের উন্নয়নের কথা বলা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের কাছ থেকে গত বছর প্রাপ্ত অনুরোধ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক দল এবং জাতিসংঘের ভিতরে ও বাইরে অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে আলোচনার ফসল এই গুরুত্বপুর্ণ প্রতিবেদন।

শান্তিরক্ষা কর্যক্রমের উপ-মহাসচিব Jean Marie Guehenno প্রকাশিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বলেন, নিরাপত্তা খাতের সংস্কারে জাতিসংঘের সহায়তা প্রধানত: অস্থায়ী। তিনি বলেন, আমাদের দরকার একটি পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, সেই সাথে এই সহায়তার জন্য যেসব সামর্থ ও সম্পদ প্রয়োজন তা সরবরাহ করা।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রমের (UNDP) সংকট প্রতিরোধ ও নিরসন ব্যুরোর পরিচালক, সহকারি মহাসচিব Kathleen Cravero বলেন, জাতিসংঘ এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে নিরাপত্তা খাতে সংস্কার তখনই শুধু কাজ করে যখন তা আইনের শাসন, মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। তিনি আরও বলেন কার্যকরি শাসন ব্যবস্থা এবং বেসামরিক জনগণের পর্যক্ষেণও অপরিহার্য।

UNDP এর প্রশাসক কেমাল ডারভিস উলে-খ করেন নিরাপত্তার বিষয়গুলো শুধুমাত্র পেশাদার নিরাপত্তা বিশেজ্ঞদের একার উদ্বেগের বিষয় নয়।

তিনি বলেন, এটা আমাদের জানা যে, অদক্ষ ও দায়িত্বহীন নিরাপত্তা খাত গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য একটি প্রধান বাঁধা। এটি দারিদ্র নিরসনের কৌশলসমুহের প্রয়োগকেও শ-থ করে।

শান্তিরক্ষা বিভাগের সহকারি মহাসচিব Dmitry Titov বলেন, জাতিসংঘের নয়া নিরাপত্তা সহায়তা কার্যক্রম গণপ্রজাতন্ত্রী কংগো, হাইতি, তিমুর লেস্তে এবং অন্যান্য সংকট উত্তর সমাজ সংস্কারকে আরও ত্বরানিত্ব করবে ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্পষ্ট বিশ্ব কৌশল প্রয়োজন - সাধারণ পরিষদের সভাপতি

১২ ফেব্রুয়ারি - সাধারণ পরিষদের সভাপতি আজ বলেন গত ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক জাতিসংঘের ঐতিহাসিক সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাপকভাবে মোকাবেলা করতে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ছিল সেগুলো বাস্তবায়ন করতে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন বিশ্ববাসীর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

বালিতে ১৮৭ টি দেশ ২০১২ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে যাওয়া গৃহীত কিওটো খসড়া চুক্তি সমুহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে একটি আনুষ্ঠানিক আলোচলনার দ্বি-বার্ষিক প্রক্রিয়া শুরু করতে সম্মত হয়েছিল।

আজ সাধারণ পরিষদে বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবেলা সম্পর্কিত বিতর্কের শুরুতে সভাপতি Srgjan Kerim কার্যকারি পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, 'আগামীকালের জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের আজই সক্রিয় হওয়া উচিত।'

তথাকথিত বালি কর্মপরিকল্পনায় আছে ভবিষ্যতের আলোচনাগুলোর আলোচ্য বিষয় হবে অভিজোযন, তীব্রতা হ্রাস, পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং অর্থায়ন।

তিনি বলেন, তীব্রতা হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনের প্রভাব শুরু হওয়া পর্যন্ত অনেক দেশই অপেক্ষা করতে পারবে না। জলবায়ু পরিবর্তণের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ এবং দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ দু'টিই প্রয়োজন।

সভাপতি উলে-খ করেন,' জাতিসংঘ তার সমর্থনের চেয়েও বেশি সহায়তা দিতে চায় ও সদস্যরাষ্ট্রগুলো থেকে রাজনৈতিক সমর্থন আশা করে।'

তিনি ১০০ জন সদস্যরাষ্ট্র ও সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ২০১২ সালে কিওটো খসড়া চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর জাতিসংঘের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসুত্র স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করতে আহবান জানান।

সামনের দিনগুলোতেও এই বিতর্ক চলবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

তিমুরিয় নেতাকে হত্যার প্রচেষ্ঠায় নিরাপত্তা পরিষদের গভীর দুঃখ প্রকাশ

১১ ফেব্রুয়ারি - নিরাপত্তা পরিষদ ও মহাসচিব বান কি-মুন যৌথভাবে তিমুরের রাষ্ট্রপতি জোসে রামোস-হোর্তাকে হত্যা প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছে। আজ সকালে এশিয়ার এই অরক্ষিত দেশটির রাজধানী দিলিতে আক্রমণকারীরা জনাব রামোস-হোর্তার বাসভবনে হামলা চালায়। এসময় জনাব রামোস-হোর্তা গুলিবিদ্ধ হন।

প্রাথমিক অস্ত্রপচারের পর অস্ট্রেলিয়ার হাসপাতালে জনাব রামোস-হোর্তার অবস্থা এখন সংকটাপন্ন। জাতিসংঘ তিমুর লেস্ত মিশন (UNMIT) জানায়, প্রধানমন্ত্রী জানানা গুসামাও এর মোটরগাড়ি শোভাযাত্রার ওপর আরেকটি পৃথক হামলা হলেও তিনি আহত হননি, কিন্তু পলাতক নেতা আলফ্রিডো রেইনাডো এই গুলিতে নিহত হয়।

পরিষদের ১৫ জন সদস্যের সম্বনয়ে গঠিত প্যানেল থেকে চক্রাকারে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পনামার রাষ্ট্রদুত রিকার্ডো আলবার্তো আরিয়াস তার বক্তব্যে তিমুর লেস্তের বৈধ প্রতিষ্ঠান সমুহের ওপর উভয় হামলার তীব্র নিন্দা করেন।

নিরাপত্তা পরিষদ, তিমুর লেস্তের সরকারকে এই দুর্বৃত্তিপুর্ণ হামলার জন্য দায়ী ব্যাক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করার আহ্বান জানান এবং তিমুর লেস্তের দলসমুহকে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে অনুরোধ করেন।

প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যে জোর দিয়ে বলা হয় যে, সামনের সময়গুলোতে স্থিতিশীলতা অব্যাহত রাখতে সকল তিমুরবাসীর চেষ্টা করা উচিত। দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলো যেন তাদের মধ্যকার যেকোন বিবাদ রাজনৈতিক এবং শান্তিপুর্ণ উপায়েই কেবল মিমাংসা করেন তার অনুরোধ জানানো হয়।

উপরন্তু গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে এবং জনগণের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সরকারের সকল উদ্যোগকে পরিষদ অনুমোদন দেয়।

এক বক্তব্যে জনাব বানের মুখপাত্র এবং দেশটিতে তার বিশেষ প্রতিনিধি ফিন রেসও সকালের হামলার নিন্দা করেন। তিমুর লেস্তে জাতিসংঘ পুলিশের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং তারা তিমুরীয় কর্তৃপক্ষ ও আর্ন্তজাতিক নিরাপত্তা বাহিনী (ISF) এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

এপ্রিল-মে ২০০৬ সালে যে প্রাণনাশকারি হামলা চালিয়ে এই ছোট্ট জাতিটিকে বিস্ফোরিত করা হয়েছিল, তার জন্য গঠিত জাতিসংঘ বিশেষ স্বাধীন তদন্ত কমিশনে লক্ষ্য ছিল জনাব রেইনাডোর সম্পর্কে তদন্ত করা। এই তদন্তে যুদ্ধের সময় অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহে একটি দল ও তার প্রধানকে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

২০০৬ সালের উদ্ভুত সংকটকে তিমুর লেস্তের পুর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে বিভক্তির কারণ হিসেবে দেখা হয়; যাতে ৬০০ বিদ্রোহী সেনা গুলি বর্ষণে লিপ্ত হয়, যারা কিনা পুরো সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ। এই নৃসংশতায় ৩৭ জন প্রাণ হারায় এবং পুরো জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার লোক, তাদের নিজ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়। সেই বছর আগস্ট মাসেই নিরাপত্তা পরিষদ দেশটির স্থিতিশীলতা পুর্ণবহাল করতে UNMIT গঠন করে।

** ** **